গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়
কক্সবাজার

মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী

তারিখ: ২৯.০৩.২০২২খ্রি.

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	বিবরণ/বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.	আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা	**যৌথ রেজিস্ট্রেশন** ৯,২৩,১৭৯ জন ১,৯৪,০৯১ পরিবার **২০১৬সালের পর হতে (৯৬%)** ৮,৮৬,৫৬৫ জন ১,৮৭,৭৯৪ পরিবার Joint Govt. of Bangladesh-UNHCR Population Factsheet (as of February, 2022)	২৫আগস্ট ২০১৭খ্রি. এর পর হতে ৮,৮২,০৮৭ জন আশ্রয়প্রার্থী প্রবেশ করেছে। এর আগে কুতুপালং রেজিস্ট্রার্ড ক্যাম্প ও নয়াপাড়া রেজিস্ট্রার্ড ক্যাম্পে শরণার্থী ছিল ৩৬,৩৯৯ জন (৪%)। বর্তমানে শিশু-৫১%, পূর্ণবয়স্ক-৪৫%, বৃদ্ধ-০৪%, প্রতিবন্ধী-১% নারী-৪,৭৭,৯৩০ জন (৫২%) ও পুরুষ-৪,৪৫,২৪৯ জন (৪৮%)
২.	আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিবছরে নতুন জন্ম নেয়া শিশুর হার	৩০,৪৩৮ (ইউএনএইচসিআর এর জনসংখ্যা ফ্যাক্টশীট অনুযায়ী) ৩০,০০০ (হেলথ সেক্টরের তথ্যমতে)	ইউএনএইচসিআর এর পপুলেশন সীট ও হেলথ সেক্টর হতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।
৩.	মিয়ানমার হতে ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তির জন্য তালিকা হস্তান্তর	৮,২৯,০৩৬ জন (১,৮৬,২২৮ পরিবার)	মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে অদ্যাবধি ৮,২৯,০৩৬ জনের (১,৮৬,২২৮ পরিবার) তালিকা ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তির জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪.	মিয়ানমারের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি	২৭,৬৬৯ জন	মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অদ্যাবধি ২৭,৬৯৯ জনের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে।
৫.	আশ্রয়প্রার্থী এতিম শিশুর সংখ্যা	৪১,৬০২ জন (ছেলে-২০,১১৬ ও মেয়ে-২১,৪৬৮)	সমাজ সেবা অধিদপ্তর জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।
৬.	প্রতিবছরে গর্ভবতী নারীর সংখ্যা	২৪,৫৩২ জন (ইউএনএইচসিআর এর তথ্যমতে) ২৪,৫২৮ জন (হেলথ সেক্টর এর তথ্যমতে)	ইউএনএফপিএ-এর সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে এবছরের শুরুর দিকে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইউএনএইচসিআর এর পপুলেশন সীট ও হেলথ সেক্টর হতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।
৭.	সবকটি নতুন ক্যাম্পে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ	৮,০০০ একর (আনুমানিক ৩২ বর্গ কিলোমিটার)	সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসে ২,০০০ একর ভূমিতে আশ্রয় শিবির নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ২,০০০ একরের স্থলে ৩,৫০০ একরে পুন:নির্ধারণ করা হয়। পরে ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁকিতে থাকা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য আরও ৫০০ একর ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, উখিয়া উপজেলার হাকিমপাড়া, জামতলী, পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার চাকমারকুল, উনচিপ্রাং, শামলাপুর, লেদা, আলীখালী, জাদিমুরা এবং নয়াপাড়া সম্প্রসারিত এলাকা ক্যাম্পের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পসমূহে ব্যবহৃত

			মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬,৫০০ একর।
৮.	আশ্রয় গ্রহণকারী-দের আবাসস্থলে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা	৩৪টি **কক্সবাজার**: পুরাতন রেজিস্ট্রার্ড ক্যাম্প-২ টি নতুন FDMN ক্যাম্প-৩১ টি (উখিয়া উপজেলা-২৬টি ও টেকনাফ উপজেলা-০৬ টি) **নোয়াখালী**: ভাসানচরে ক্যাম্প - ০১ টি	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকাকে ২২টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, উখিয়ার হাকিমপাড়া, জামতলী ও পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফের কেরনতলী, উনছিপ্রাং, আলীখালী, লেদা, জাদিমুরা, নয়াপাড়া শালবন ও শামলাপুরকেও পৃথক পৃথক ক্যাম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্প্রতি শামলাপুর (ক্যাম্প ২৩) কে বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে নতুন ক্যাম্পের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪। ক্যাম্পসমূহে ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়িত কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৯.	সিআইসি অফিস স্থাপন কার্যক্রম	৩৪টি	ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে ব্রাক কর্তৃক ৩০ টি সিআইসি অফিস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
১০.	অস্থায়ী শেল্টার নির্মাণ	২,০৭,৪১১ ঘর	প্রাথমিকভাবে ৮৪,০০০ অস্থায়ী ঘর তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল। পরবর্তীতে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন অব্যাহত থাকায় এবং ইতোমধ্যে নতুন করে প্রবেশকৃত আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের সংখ্যা ২ লক্ষাধিক হওয়ায় শেল্টার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গত ০৯.০১.২০২২ তারিখের আগুনে প্রায় ৪০২ টি শেল্টার আংশিক ও সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
	মধ্যমেয়াদী শেল্টার	৬,৬৪৯	
১১.	আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদান (ফেব্রুয়ারি, ২০২২)	**বিশ্বখাদ্য সংস্থা** (ফেব্রুয়ারি, ২০২২) ই-ভাউচার-সর্বমোট খাদ্য সহায়তার আওতাধীন-৮,৯২,০০০ জন	**ই-ভাউচার** প্রতি মাসে জনপ্রতি ২১ টি আউটলেট হতে ১,০৩৬.০৮ টাকা মূল্যের ভাউচার এবং ১ কেজি ডাল দ্রব্য ভাউচার হিসেবে সরবরাহ করা হচ্ছে। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৩০% জনগোষ্ঠীকে ১০ টি ই-ভাউচার আউটলেট এর ডব্লিউএফপি সতেজ খাবার কর্নার এবং ০১ টি জিএফডি পয়েন্ট হতে সতেজ খাবার ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ২৫৯.০২ টাকা সরবরাহ করা হচ্ছে।
১২.	ক্যাম্প এলাকায় নলকূপ স্থাপন	১৩,৪৭৫ টি	**(ক)** সবগুলো ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ৯,৬৭২টি অগভীর নলকূপ, ৩,৮৬৩টি গভীর নলকূপ ও ১১টি কুয়া স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪৬টি অগভীর নলকূপ ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioming) করা হয়েছে। বর্তমানে কোন অগভীর নলকূপ স্থাপন করতে দেয়া হচ্ছে না। **(খ)** উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার ১২ নং ক্যাম্পে জাইকা ও আইওএম যৌথ উদ্যেগে ৩০,০০০ লোকের জন্য পানি সরবরাহের উপযোগি ১,৪০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
১৩.	ক্যাম্প এলাকায় ল্যাট্রিন স্থাপন	৪০,৫৩৬ টি	**(ক)** প্রথম দিকে স্থাপিত ল্যাট্রিনের মধ্যে ৮,৬৯৪টি ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioming)করা হয়েছে। অকেজো করা ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় ইউনিসেফের সহায়তায় এএফডির মাধ্যমে ১১,৫০০ ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। **(খ)** ল্যাট্রিনসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে পয়:ব্যবস্থাপনার

			Fecal Sludge Management উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কুতুপালংস্থ ক্যাম্প-৪(এক্স)-এ ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Oxfam ১,৫০,০০০ লোকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষম একটি Fecal Sludge Treatment (FST) স্থাপন করা হয়েছে।
১৪.	ক্যাম্প এলাকায় গোসলখানা স্থাপন	১৯,৭৫৪ টি	ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ১৯,৭২৮টি গোসলখানা স্থাপন করা হয়েছে।
১৫.	ক্যাম্প এলাকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৫৯.৬ কি.মি.	**(ক)** এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৫২ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ১৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (খ) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে এএফডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ১০.০০ কি.মি. দীর্ঘ মূল সড়কের কাজ শেষ হয়েছে। আইওএম ও ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় ৩টি বক্স কালর্ভাট ও ৯টি পাইপ কালর্ভাটও ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। **(গ)** আইওএম কর্তৃক ৫টি এক্সেস রোডে ৬.৪ কি.মি.এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬.	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা	ক. হেলথ পোস্ট- ৯৪ খ. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র- ৪৪ গ. ফিল্ড হাসপাতাল-০৫ ঘ. ডায়রিয়া নিরাময় কেন্দ্র-০৪ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (পিএইচসি) ও ফিল্ড হাসপাতাল ২৪/৭ চালু থাকে। কোভিড-১৯ হাসপাতাল-১২ টি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র- ৩৫ টি ইপিআই সেন্টার- ১২৪ টি মোট ডাক্তার- ৩৯২ জন মোট নার্স- ৩৬৯ জন মোট প্যারামেডিক- ৩৩২ জন মোট মিডওয়াইফ- ২৯৪ জন মোট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী স্টাফ- ৩৫০০ জন	(ক) ক্যাম্প এলাকাসহ সংলগ্ন স্থানে মোট ৫টি ফিল্ড হাসপাতাল এবং ৪১ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ৯৪টি হেলথ পোস্ট আছে। তন্মধ্যে ৪৬টি হাসপাতাল/ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান করছে। (খ) হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট ৪৮৮টি নতুন আইপিডি শয্যা চালু করা হয়েছে। (গ) কক্সবাজার সদর হাসপতাল ও উপজেলা হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। (ঘ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। (ঙ) এমএসএফ ও আরএইচইউ পরিচালিত বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা (৩৫ শয্যার কলেরা হাসপাতালসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে। (চ) সবক'টি ক্যাম্পে সরকারী-বেসরকারী মিলে মোট ১২৪টি সংস্থা বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে। (ছ) কোভিড-১৯ সম্পর্কিত আরো তথ্য পাওয়া যাবে এ প্রতিবেদনের ২৯ ও ৩০ সেকশনে।
১৭.	কোভিড -১৯ (২৭/০২/২০২২)	মোট নমুনা পরীক্ষা- ১,০০,৮৫০ জন মোট পজিটিভ রোগীর সংখ্যা-৫,৯৩৩ জন সুস্থ -৫,৮৫২ জন মৃত্যু – ৪৩ জন	আরএইচইউ হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী
১৮	কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ (২৭/০২/২০২২)	এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে সর্বমোট ২২,৯০৩ জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন -১১৫ জন সক্রিয় পিসিআর মেশিন – ০৩টি অ্যাম্বুলেন্স -০৯ টি রোগী পরিবহনের জন্য সাধারণ গাড়ী-০৫ টি আইসিইউ বেড- ১০ টি এসসিইউ বেড- ২০ টি এইচডিইউ (হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট) বেড-১৮ টি স্যাম্পল টেস্টিং পয়েন্ট- ৩৫ টি ভাসানচরে ৫৫ বছরের উর্ধ্বে ৯৭৮ জন এবং	**গৃহীত পদক্ষেপ :** সক্রিয় সারি (SARI) সুবিধা-১২ টি সারি (SARI) আইসিটি বেড লক্ষ্যমাত্রা- ১৯০০ টি সক্রিয় সারি(SARI) আইসিটি বেড-৫৮৩টি, স্ট্যান্ডবাই-২০৯ পরিকল্পিত আইসোলেশন সুবিধা-১৯ সক্রিয় আইসোলেশন সেন্টার -১০টি আইসোলেশন বেড লক্ষ্যমাত্রা-৩৬৮ টি সক্রিয় আইসোলেশন বেড-১৪৯ সক্রিয় কোয়ারেন্টাইন বেড-১৫০০ টি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র-৩৫ টি ২৩০ জন ডাক্তার ও ৩৫০০ জন সেবাকর্মী ৬৪টি স্বাস্থ্য

		১৮-৫৪ বছরের মধ্যে মোট ৬২৫৫ জন রোহিংগাকে করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।	সেবা কেন্দ্রে সেবা প্রদান করছে। ২৮০ জন ডাক্তার ও নার্সকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একটি নতুন পিসিআর মেশিন চালু করা হয়েছে। কক্সবাজার সদর হাসপাতালে স্থাপিত IEDCR ল্যাবে পিসিআর পরীক্ষার জন্য একজন টেকিনিশিয়ান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উক্ত ল্যাবে ডব্লিউএইচও কর্তৃক ১২০০ টেস্টিং কিট ও ২০,১৭৫ টি পিপিই সরবরাহ করা হয়েছে।
১৯.	পুষ্টিমান উন্নয়ন	অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধ কার্যক্রম	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে বর্তমানে ৩,২৭,৭৭৮ জন রোহিঙ্গা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। এর মধ্যে ১,৫৭,৮২৩ জনকে (৫১%)পুষ্টিসেবা প্রদান করা হয়েছে। অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু ও গর্ভবর্তী মহিলা। এ পর্যন্ত ১৭,৯০২ জন শিশু ভর্তি হয়েছে পুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে। অনুর্ধ্ব ৫ বছরের ১,৫৬,৯০২ জন শিশুকে তীব্র অপুষ্টি রোধকল্পে ব্ল্যাংকেট সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। ১,৫৭,৯৫৭ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। গর্ভবর্তী ও প্রাপ্ত বয়স্ক মোট ৮৩,১৪৫ জন মহিলাকে পুষ্টিজনিত সেবা প্রদান করা হয়েছে।
২০.	ক্যাম্প এলাকায় খাল খনন	৭৯ কি.মি	ইউএনএইচসিআর, আইওএম ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী যৌথভাবে কাম্প এলাকায় ও এর বাইরে ৩০ কি.মি. খাল খনন সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ২০ কি.মি. ক্যাম্প এলাকায় ও ১০ কি.মি. ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়।
২১.	দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি	সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড়/সাইক্লোন, ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসরতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর	(ক) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যেগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। (খ)Cyclone Preparedness Programme (CPP) - কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (গ) সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১,৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। (ঘ) অদ্যাবধি পর্যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ক্যাম্প হতে ১১,০৯৭ পরিবারের মোট ৪৮,৬৪৬ জনকে সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।
২২.	বন্য হাতির আক্রমণ হতে সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ		হাতির বিচরণ ও চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় প্রথম ০৪ মাসে বন্য হাতির আক্রমণে ১২ জনের মৃত্যু ঘটে। পরবর্তীতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে হাতির চলাচলের পথ নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউএনএইচসিআর এর আর্থিক সহায়তায় আইইউসিএন (International Union for

			Conservation of Nature) কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া হাতির আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ৫০টি ইআরটি (Elephant Response Team) গঠন করা হয়েছে।
২৩.	পরিবেশ ও বন রক্ষা	১,৯২,৫৪৭ রোহিঙ্গা পরিবার ও ২০,০৫৩ হোস্ট পরিবার এলপিজি পাচ্ছে। এলপিজির ২৫ শতাংশ হোস্ট পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইউএনএইচসিআর, আইওএম, ডব্লিউএফপি, আইসিআরসি, আইএফআরসি, কারিতাস, এফএকিউ এবং এফআইভিডিবি এর মাধ্যমে এলপিজি বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন এনজিও বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাম্পসমূহে ২০১৮ সালে সর্বমোট ২,৯০,০০০টি, ২০১৯ সালে ৩,৮০,০০ টি এবং ২০২০ সালে ৬,৯০,০০০ টি বৃক্ষ রোপন করেছে। সর্বমোট ৫৪৪ হেক্টর এলাকায় মোট ১৩,৬০,০০০ টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। ২০২২ সালে আনুমানিক প্রায় ৬,৫০,০০০ বৃক্ষরোপনের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।	ইতোমধ্যে ১,৯২,৫৪৭ রোহিঙ্গা পরিবারকে এবং ২০,০৫৩ হোষ্ট কমিউনিটি পরিবারকে LPG (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছে।
২৪.	শিক্ষা	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম ৫,৬১৭ টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ২,৯২,৭৭৭ জনকে শিক্ষা সহায়তা উপকরণ প্রদান ৮,১৬৮ জন শিক্ষক MCP (মায়ানমার কারিকুলাম পাইলিটিং) ১১-১৪ বছর ১০,০০০ রোহিঙ্গা শিশুদের গ্রেড ৬-৯ পর্যন্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য MCP কার্যক্রম চালমান আছে।	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৫,৬১৭ টি শিক্ষা কেন্দ্র (Functional) স্থাপন ও ৯,১৬৮ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সী ৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন রোহিঙ্গা) বালক-বালিকাকে এসব শিক্ষা কেন্দ্রে মিয়ানমার ও ইংরেজী ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ৫,৬১৭ টি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলিয়ে ২,৯২,৭৭৭ জনকে শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
২৫.	প্রত্যাবাসন কার্যক্রম	প্রত্যাবাসন অবকাঠামো নির্মাণ	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার কেরনতলী ও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুমে দু'টি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ২টি স্থানে প্রত্যাবাসন কাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি চলমান আছে। টেকনাফ উপজেলার কেরনতলীতে নাফ নদীর পাড়ে ১টি প্রত্যাবাসন ঘাট রয়েছে।
২৬.	যৌথ রেজিষ্ট্রেশন (Joint Registration) কার্যক্রম		কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সম্মত যৌথ ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে শুরু এবং আগস্ট ২০২০ এ সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১,৯৪,৯০৮ পরিবারের (৯,২৩,১৯৭ জনের) রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।
২৭.	আবর্জনা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	• এফএসএম সাইট-৩৯৬টি • আবর্জনা ব্লক-২,৭৩২টি	Swedish Sida ও UNDP এর যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় নগর এলাকাসহ ক্যাম্পসমূহের ৫,০০,০০০ অধিবাসীকে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে রি-সাইক্লিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে।
২৮.	ক্যাম্প এলাকায় বিদ্যুতায়ন	২০কি.মি. নিরাপত্তা বৃদ্ধির স্বার্থে ২৫০০ সোলার স্ট্রিট	**(ক)** পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় প্রস্তাবিত ২০ কি.মি.

		লাইট লাগানোর জন্য LGED কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	লাইন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বিদ্যুৎ লাইন কেবল ক্যাম্প কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হবে। **(খ)** বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওদের সহায়তায় সবক'টি ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ৬,৬৮৬টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তা'ছাড়া, প্রায় সকল রোহিঙ্গা পরিবারকে ঘরে ব্যবহারের উপযোগি সোলার টর্চ লাইট সরবরাহ করা হয়েছে।
২৯.	বিশ্বব্যাংক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এর প্রকল্প	এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংক রাস্তা, পানি নিস্কাশন, নালা, সাইক্লোন শেল্টার-কাম স্কুল, মাল্টিপারপাস সেন্টার ও ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।	বিশ্বব্যাংক ৪৮০ মিলিয়ন ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ২৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অনুদানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক উন্নয়ন, কক্সবাজার সদর হাসপাতাল উন্নয়ন, উখিয়া-টেকনাফে সাইক্লোন শেল্টার কাম স্কুল নির্মাণসহ রোহিঙ্গা ক্যাম্প অভ্যন্তরে যোগাযোগ, ড্রেন, গোসলখানা ও খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
৩০.	Livelihood Skills (দক্ষতা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	Homestead Plantation/ Micro Gardening সেলাই প্রশিক্ষণ বেতের তৈরি জিনিসপত্র Recycling of Waste Materials ছাগল পালন পাটের তৈরি দ্রব্য	জাপানের IC NET Limited এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচেছ।
৩১.	কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ	লক্ষ্য-১৪৫ কি.মি. নির্মাণ সম্পন্ন-৭৪কি.মি. নির্মাণাধীন-৭১ কি.মি. সর্বশেষ অগ্রগতি জানা যায় নি।	বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ১০ পদাতিক ডিভিশন,বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর অধীনে ক্যাম্পের চতুর্পাশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৫ কি.মি.। এ পর্যন্ত বৃহত্তর কুতুপালং, বালুখালী এবং পালংখালী এলাকার চতুর্পাশে সর্বমোট ৭৪ কি.মি. কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টেকনাফে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৩২	**ভাসানচর**	২৬,০৯৫ এফডিএমএন ৬,৬৬৮ পরিবার	ভাসানচরের স্বাস্থ্য সুবিধা: ২০ শয্যার হাসপাতাল: ০২ কমিউনিটি ক্লিনিক: ০২ স্বাস্থ্য পোস্ট: ০৩ শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা: ০৩ টি ভাসানচরে ১৩ টি খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। খাদ্য সামগ্রী: চাল, মসুর ডাল, সয়াবিন তেল, লবণ, চিনি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, মোটা আটা। (১৩ টি আইটেম) অন্যান্য সামগ্রী: রান্নার পাত্র, ডিনার প্লেট, পরিবেশন চামচ, চায়ের চামচ, গ্লাস, বড় বাটি, ছোট বাটি, জগ, রান্নার প্যান, পাউরুটি রোলার, কুকার (একটি বার্নার), এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার, গদি, কম্বল, মশারি, বালিশ, বিছানার চাদর, বালিশের কভার, পানির বালতি, মগ, বাথরুমের পাত্র, বর্জ্য বালতি, ঝাড়ু, সাবান, শ্যাম্পু,

			টুথ ব্রাশ, টুথ পেস্ট, হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার, শীতকালীন পোশাক, ডিটারজেন্ট, স্যান্ডেল, ডিগনিটি কিট (স্যানিটারি প্যাড এবং অন্যান্য), নেইল কাটার (একবার জন্য ৩৫ আইটেম) ১৪ টি এনজিও এবং বিআরডিবি ভাসান চরে জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।